যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

কেরিয়ারে চাই সঠিক প্ল্যানিং

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
(কেরিয়ার অ্যাডভাইসর)

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা যেমন প্ল্যান করে ফেলি যে সারাদিন আমরা ঠিক কী কী করতে চলেছি, ঠিক তেমনই কেরিয়ারের জন্যও আমাদের এইভাবেই প্ল্যানিং করা উচিত।

যদি জীবনে অনেক দূর (কর্মক্ষেত্রে) যাবার ইচ্ছে থাকে তবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কেরিয়ার গড়ার পরিকল্পনা করা উচিত। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সময়ের চাহিদা পূরণ এবং ব্যক্তির সামর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো কেরিয়ার পরিকল্পনায় স্থান পাওয়া উচিত।

চারিদিকে বহু পেশা, তার মধ্যে থেকে যে কোনও একটি হয়তো আপনি বেছে নেবেন। আর এক এক পেশার দাবি এক এক ধরনের গুণাবলি। কে কোন পেশায় যাওয়ার জন্য উপযোগী তা নির্ধারিত হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার সহজাত গুণাবলির উপরে। এই গুণাবলি এবং ব্যক্তিগত আগ্রহ ধরেই বুঝে নিতে হবে আপনি কোন পেশায় নিয়োজিত করবেন নিজেকে। বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতা সর্বত্র। জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের দেশে সুযোগ সুবিধা যথার্থই অপ্রতুল। এ অবস্থায় একটি সুন্দর পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করা প্রকৃত অর্থেই কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই জীবনের ঈপ্সিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার ব্যাপারে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে এবং সঠিক সময়ে তা বাছতে হবে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য। কিন্তু যদি নিজের লক্ষ্যই ঠিক করতে না পারেন তবে কী করবেন? এভাবেই অধিকাংশ মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন সঠিক পেশা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে। তাই প্রয়োজন কেরিয়ার প্ল্যানিং অর্থাৎ প্রথমেই পেশা নির্বাচন এবং পরে সেই অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করা।

আসলে কিন্তু কেরিয়ার প্ল্যানিং হচ্ছে জীবনব্যাপী একটা নিরন্তর প্রচেষ্টার নাম যা পেশা নির্ধারণ থেকে শুরু করে চাকরি, চাকরির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাপন, চাকরি থেকে অবসর পর্যন্ত এই পুরো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী এবং পছন্দসই কেরিয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেরিয়ার প্ল্যানিং ভীষণভাবে প্রয়োজন। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাঁরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, কেরিয়ার প্ল্যানিং তাঁদের যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রেও একজন কেরিয়ার সচেতন মানুষের জন্য কেরিয়ার প্ল্যানিং-এর সহযোগিতা অপরিহার্য।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেরিয়ার প্ল্যানিং কবে থেকে শুরু করা উচিত? অ্যাকাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই কোনও পেশায় আসার জন্য একজন ব্যক্তির কেরিয়ার পরিকল্পনা শুরু করা উচিত। এই সময়ে চাকরির বাজার

প্রতিযোগিতাপূর্ণ হওয়ায় এই পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়টি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং বিবেচনাপ্রসূত হওয়া প্রয়োজন।

কেরিয়ার প্ল্যানিংয়ে অবশ্যই নিজের পছন্দসই কোনও পেশাই মাথায় রাখা উচিত কারণ, নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোনও পেশা ব্যক্তির জীবনে সর্বাঙ্গীণ সফলতা আনতে পারে না। এ-কারণে কেরিয়ার প্ল্যানিং-এর সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যাশিত চাকরিটি যেন তাঁর সহজাত পছন্দ বা আগ্রহ এবং আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিপন্থী না হয় এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আদর্শকে লালন করার অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে। এছাড়াও শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক দক্ষতাকে সামনে রেখে পেশা পছন্দ করা জরুরি। কারণ শিক্ষাজীবনে অর্জিত বিষয়ই যদি কর্মক্ষেত্রের বিষয় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়।

অবশ্যই সীমিত ধারণার উপর ভিত্তি করে কেরিয়ার হিসাবে কোনও পেশাকে পরিকল্পনায় রাখা উচিত নয়। কাঙ্ক্ষিত পেশাটি কেরিয়ার পরিকল্পনায় স্থান দেওয়ার আগে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পঠন-পাঠন ও সম্যক ধারণা হওয়া খুবই জরুরি। পেশা সম্পর্কে ধারণা ও তথ্য সংগ্রহ করে ভালোভাবে জেনে তবেই কেরিয়ার প্ল্যান করা উচিত। যে পেশায় আসতে চাইছেন সেই পেশা সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণাও আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ক্ষতিকারক। অনেকেই অনেক সাজেশন দিতে পারেন আপনাকে, পেশা নির্বাচনের ব্যাপারে কিন্তু নিজের ক্ষমতা এবং ভালোলাগা নিয়ে নিজেকেই বাছতে হবে আপনার কেরিয়ার। তাই আগে নিজেকে বুঝুন। বুঝে নিয়ে তবেই সঠিক কেরিয়ারের জন্য প্ল্যান করা শুরু করুন।

কাজকে চাপ মনে করবেন না, চ্যালেঞ্জ নিতে শিখুন

মৌমিতা দত্ত গুপ্ত (কেরিয়ার গ্রুমার)

তথ্যপ্রযুক্তির বাজারে যত দিন যাচ্ছে, কর্মীদের ওয়ার্ক লোডও বাড়ছে। কাজের চাপে কর্মীদের মাঝে মাঝে নাজেহাল অবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু কিছু করার নেই, কাজটা তো করতে হবে। এর ফলে একে অপরের প্রতি স্পৃহা বাড়ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই কারণেই প্রতি ১১ মিনিটে যে কোনও কর্মীই বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং কাজে ফিরে আসার জন্য মনোনিবেশ করতে তাঁদের সময় লাগছে ২৫ মিনিট। এই কারণে সেই কর্মীকে কাজের ঘাটতি মেটাতে আরও দ্রুত এবং আরও বেশি সময় ধরে কাজ করতে হচ্ছে। এর ফলে সেই কর্মীর মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের মানসিক চাপ এবং হতাশা, যা তাঁর জীবনযাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে কাজকে সব সময় চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হয়। দেখা গেছে, সারা পৃথিবীতে মাত্র ১৩ শতাংশ কর্মী এই ধরনের বাধা ছাড়াই কাজ করতে পারছেন। অর্থাৎ ৮৭ শতাংশ কর্মী এই ডিজিট্যাল টেকনোলজির তথ্যভারের চাপের মধ্যে আটকে পরেছেন। সে কারণে অনেক সংস্থাই খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করছে তাদের কর্মীদের কাজে মোটিভেশন ফেরানোর, যার পাশাপাশি তাদের মাথায় আছে কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন আরও মসৃণ করা। এই বিষয় নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের কথা অনুযায়ী, যে কোনও

কর্মীরই কর্মক্ষেত্রে খুশি থাকার পেছনে চারটি চাহিদা কাজ করে।

প্রথমত, প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং কাজের ব্যবস্থা রাখা, যাতে নিয়মিত কর্মীরা কাজে উৎসাহ পেতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের বুঝতে দেওয়া, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সংস্থা তাঁদের 'মূল্যবান' হিসাবে চিহ্নিত করছে এবং তাঁদের কাজের জন্য এমনভাবে প্রশংসা করতে হবে যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন। তৃতীয়ত, কর্মীরা কীভাবে, কখন এবং কোথায় নিজের কাজ শেষ করবেন তা ভাবার ব্যাপারে মানসিকভাবে যেন তৈরি থাকতে পারেন।

শেষ চাহিদাটি হল কোনও এক উচ্চতর উদ্দেশ্যে সব কাজ করছি এমন বোধ যেন কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মানুষের জীবনে সুখ থাকলে সেটা তাঁর কাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, কাজের জায়গায় যদি ভালো থাকা যায় তাহলে প্রোডাকটিভিটি বা উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। কর্মী যদি মানসিকভাবে সুখী থাকে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ

এরপর তিনের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- দিল্লি সরকারে বিভিন্ন পদে ১০৭৪ জন নিয়োগ
- হরিয়ানা পাওয়ার ইউটিলিটিজে ইঞ্জিনিয়ার পদে ১৫৪ নিয়োগ
- নৌবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ
- আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ, ট্রেনিং এপ্রিলে
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে ৩৪০ নিয়োগ
- ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ল অফিসার পদে ১৪ জন নিয়োগ
- ইউজিসি-র নেট পরীক্ষা ৫ নভেম্বর
- ক্যাট পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে
- ডিসট্যান্স এডুকেশনে আইনের নানা কোর্সে ভর্তি
- সেট পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

তিনের পাতায়

পেশা যখন
ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

আপনার কেরিয়ার গড়ার কারিগর আপনিই

সুশান্ত বসু

হ্যাঁ, একদম সত্যি কথা। আপনার নিজের কেরিয়ার গড়ার কারিগর আপনি বা বলা যায় আপনি নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কীভাবে তৈরি করবেন তা একমাত্র আপনার উপরই নির্ভর করবে। প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে ভালো কেরিয়ারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। স্বপ্নের চাকরি পেতে সবাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনাও করে। তবে কিছু কারণে হয়তো স্বপ্নকে সফল করতে পারে না। এর কারণ সঠিক চিন্তা-ভাবনার অভাব। আর এই অভাবগুলো এতটাই তীব্র হয় যে, স্বপ্নের চাকরি পাওয়ার পথকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এইসব অভাব জয় করেই আপনাকে স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। ভালো কেরিয়ার তৈরি করতে অনেক কিছুই চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

শেখার বা জানার কোনও শেষ নেই, তাই যে কোনও পরিস্থিতিতেই আপনাকে শিখতে হবে। পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, আপডেট হচ্ছে সবকিছু। আর সেসবের সঙ্গে তাল মেলাতে প্রত্যেকে নিজেকে প্রস্তুত করছে। এখন যদি আপনি মনে করেন আপনার দক্ষতা অনেকের চেয়ে বেশি তবুও আপনাকে বর্তমান অবস্থানে থেকে সবকিছু ভালোভাবে শিখে নিতে হবে। কারণ আপনি যদি ভবিষ্যতে এর চেয়েও ভালো কিছু করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার পূর্ব-দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজে লাগবে।

যদি আপনার কোনও বিষয়ে খামতি থাকে তবে আপনি সে-বিষয়ে শুনুন, জিজ্ঞাসা করুন এবং শিখুন। কথায় আছে, একজন ভালো শ্রোতা অনেক কিছু শিখতে পারে। তাই আপনার চারপাশের মানুষজন বা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা যা বলেন তা মন দিয়ে শুনুন। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আপনার কাজ সম্পর্কিত যে যে বিষয়ে সমস্যা অনুধাবন করবেন, সে সম্পর্কে তাঁদের জিজ্ঞাসা করে সমাধান জেনে নিন। তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিন কীভাবে আপনার ওপর অর্পিত কাজ সুন্দর ভাবে করা যায়। কোনও কিছুই বিনা পরিশ্রমে আসে না, যারা এটা মানে তারাই সফলকামী হয়। আপনি যদি আপনার বর্তমান সময়ের সব দায়-দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করেন, তাহলে এটাই হতে পারে আপনার নতুন কেরিয়ার বা ভবিষ্যৎ কেরিয়ার গড়ার সিঁড়ি।

আপনার কেরিয়ারের পরবর্তী ধাপ অনেকটা আপনার যোগাযোগের সম্পর্ক এবং সামর্থ্যর ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। আপনার সম্পর্কের জাল যদি বিস্তৃত হয়, তবে সেখান থেকে আপনি নতুন নতুন ধারণা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ধারণা পাবেন যা আপনার কেরিয়ারের নতুন পথ দেখাতে পারে। তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে জেনে নিতে হবে তারা কেমন আছে, কী করে, কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী কী?

মনে করুন, আপনি একটা বড় চাকরির প্রস্তুতি নিতে নিতে একটি ছোট চাকরি পেয়ে গেলেন এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি চাকরিটি গ্রহণ করুন। অর্থাৎ আপনার বর্তমান কাজ সাদরে গ্রহণ করতে শিখুন। আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনি আপনার কাজকে গ্রহণ করেছেন নাকি বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন। যদি শেষেরটি হয় তবে আপনার সময় এবং মেধা দুটোরই অপচয় হবে।

যখনই আপনি একটি নতুন চাকরি শুরু করবেন, তখন আপনার কাজ, কাজের মূল্যায়ন এবং এই কাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আপনার সহকর্মী কিংবা ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে আলাপ করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনার ভেতরের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

আপনার ভবিষ্যৎ কেরিয়ার তৈরির আগে ভালোভাবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে এটাই আপনার স্বপ্নের কাজ। আপনার স্বপ্নের কাজে সবকিছু আনন্দের সঙ্গে করতে ইচ্ছে হবে আর এর অন্যথা হলে আপনি আনন্দ খুঁজে পাবেন না। এক মুহূর্তও সময় অপচয় করবেন না। আপনার জীবনবৃত্তান্ত প্রতিনিয়ত আপডেট করুন। নিজেকে এবং নিজের জীবনবৃত্তান্ত যথোপযুক্তভাবে গড়ে তুলুন যাতে যে কোনও প্রতিষ্ঠান অনায়াসে আপনাকে নিয়োগ করে।

সময় সব সময় এক যাবে না, কিন্তু নিজেকে সব সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নমণীয় থাকতে হবে। উগ্রতা সব সময় খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কোনও কাজই জোরপূর্বক করে নেওয়া যায় না। আর জোরপূর্বক করে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে তার কুফল ভোগ করতেই হয়। তাই উগ্রতা নয়, নমনীয়তার মাধ্যমে জীবন গড়াটাই যৌক্তিক। আর যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল, সময় সচেতনতা। প্রত্যেকটা মানুষেরই উচিত সময়ের সঠিক ব্যবহার করা। সময়ের কাজ সময়ে করতে পারলে যে কোনও মানুষই তার কেরিয়ারকে সফলতার মোড়কে দেখতে পাবে। অযথা সময় অপচয়কারী প্রয়োজনীয় সময়ে এসে হাঁপিয়ে ওঠে। ফলে সে তার কাজে ভুল করে। পরে করব বলে ফেলে রাখলে কোনও কাজেরই সফল সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না । তাই সময় সচেতন হয়ে উঠুন। সময়ের কাজ সময়ে করে ফেললেই আপনি সফল তার দিকে আরেক সিঁড়ি এগিয়ে যাবেন।

ব্যবসায় কেরিয়ার

ব্যবসার পরিকল্পনা রূপায়ন করবেন কীভাবে

ব্যবসা শুরু করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পরিকল্পনা করা। আপনি যদি সঠিকভাবে ব্যবসার পরিকল্পনা করতে পারে তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারেন আপনি ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে অর্ধেক ধাপ এগিয়ে এলেন। ব্যবসায় পরিকল্পনার অন্যতম প্রথম পদেক্ষেপ হচ্ছে আপনার অভীষ্ট বাজার নির্ধারণ এবং কেন ক্রেতা আপনার পণ্য ক্রয় করবে তা নির্ধারণ করা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে-বাজারে আপনি আপনার পণ্য বা সেবা বিক্রি করবেন তা আপনার জন্য সর্বোত্তম কি না? আপনার ব্যবসার সুযোগ-সুবিধাসমূহ এবং রীতিনীতিসমূহ স্বচ্ছ কি না এবং সেগুলো কি ক্রেতা বা ভোক্তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি আপনি এই প্রশ্নগুলোর একটির ব্যাপারেও সন্দিহান থাকেন তবে একধাপ পিছিয়ে গিয়ে আপনার ব্যবসায় পরিকল্পনার কাঠামো পুনর্বিবেচনা করুন।

কীভাবে ব্যবসার পরিকল্পনা করবেন:

প্রশ্ন করুন, মূল পণ্য বা সেবার বাইরে আপনি সত্যিকার অর্থে কী বিক্রি করছেন? এই উদাহরণটি বিবেচনা করুন। আপনার শহরে অনেক রেস্তোরাঁ রয়েছে যারা সবাই মৌলিক পণ্য- খাবার বিক্রি করছে। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই কিন্তু ভিন্ন চাহিদা তৈরি এবং ভিন্ন শ্রেণির ক্রেতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন করছে।

একটি হতে পারে ফাস্টফুড রেস্তোরাঁ, সম্ভবত অন্যটি সাদামাটা ইটালিয়ান কিচেনে পিৎজা বিক্রি করা রেস্তোরাঁ এবং অন্য আর একটি হতে পারে সামুদ্রিক খাবারের বিশেষায়িত রেস্তোরাঁ যা উড-গ্রিলড মেনুর জন্য বিখ্যাত।

এই সকল রেস্তোরাঁই খাবার বিক্রি করে, কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন চাহিদাসম্পন্ন ক্রেতাদের কাছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন খাবার (ক্রেতাদের নিজস্ব চাহিদানুযায়ী) বিক্রি করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা যা বিক্রি করছে তা হল পণ্য, মূল্য, পরিবেশ এবং ব্র্যান্ড অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ।

যখন একটি ব্যবসা শুরু করছেন, নিশ্চিত হয়ে নিন যে কোন জিনিসটি আপনার ব্যবসায়কে অদ্বিতীয় করে তুলবে? আপনার পণ্য বা সেবাকে পরিপূর্ণতা দিতে কী প্রয়োজন? কী কী প্রক্রিয়া এবং পার্থক্য সৃষ্টিকারী উপাদান

আপনার ব্যবসায়কে প্রতিযোগিতার বাজারে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে সাহায্য করবে?

কৌশল শিখুন:

আপনি কী বিক্রি করছেন তা স্বচ্ছভাবে নির্ধারণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবজান্তা হতে চাইবেন না, কারণ এতে ব্যবসায় উন্নয়নের উপর একটি খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। একটি ক্ষুদ্রতম ব্যবসায়ী হিসাবে আপনার পণ্য বা সেবাকে নিয়ন্ত্রণসাধ্য বাজারে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা প্রায়শই একটি সর্বোত্তম কৌশল বা নীতি হতে পারে। ছোট ছোট বিভাজন/অপারেশন পরবর্তীতে বিশেষায়িত পণ্য বা সেবা অফার করতে পারে যা নির্দিষ্ট শ্রেণির সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিকট আকর্ষণীয় হবে।

আপনার ব্যবসার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করুন:

আপনার ব্যবসার জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্বাচন করা ব্যবসার সফলতার জন্য অত্যাবশকীয়। প্রায়শই ব্যবসার মালিকরা তাঁদের নিজস্ব ব্যবসায়িক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে স্থান নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বাজার পর্যালোচনা করে স্থান নির্বাচন করা হলে তা আরও বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে। আর এতে গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতাদের অজানা প্রয়োজনগুলো উন্মোচিত হয়। আপনার গবেষণা প্রক্রিয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করুন: কোন কোন এলাকায় আপনার প্রতিযোগীরা ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোন এলাকাসমূহ আপনার প্রতিযোগীদের দ্বারা অবহেলিত।

আপনার ব্যবসার জন্য সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধাসমূহ।

কোম্পানির বর্ণনা:

ব্যবসায় পরিকল্পনার এই অধ্যায়টি আপনার ব্যবসায়ের সকল উপাদানের উপর একটি উচ্চ পর্যায়ের পুনর্বিবেচনার সুযোগ প্রদান করবে। এটি একটি বর্ধিত এলিভেটর পিচ-এর সমগোত্রীয় যা পাঠকদের এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদেরকে দ্রুত তাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য এবং এর অনন্য বিবৃতি বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

আপনার কোম্পানির বর্ণনায় যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

আপনার ব্যবসায়ের প্রকৃতি বর্ণনা করুন এবং বাজারের যেসকল চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

ব্যাখ্যা করুন কীভাবে আপনার পণ্য বা সেবা এসব চাহিদাসমূহ মেটাবে।

আপনার কোম্পানি যেসকল নির্দিষ্ট ভোক্তা, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়কে সেবা প্রদান করছে এবং করবে তাদের একটি তালিকা তৈরি করুন।

প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন যা আপনার প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন। যেমন— আপনার অবস্থান, অভিজ্ঞ কর্মীবৃন্দ, দক্ষ কার্যবিধি অথবা সামর্থ্য যা আপনার ক্রেতাদের কাছে আপনার মূল্যায়ন এনে দেবে।

বাজার বিশ্লেষণ:

আপনার ব্যবসায়ের পরিকল্পনায় বাজার বিশ্লেষণ অধ্যায়টি আপনার যে কোনও গবেষণালব্ধ বিষয় এবং সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আপনার শিল্প এবং বাজার-সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি করবে।

আপনার বাজার বিশ্লেষণে কোন কোন বিষয়সমূহ সংযুক্ত করতে হবে:

শিল্পের বর্ণনা এবং আউটলুক— বর্তমান আয়তন এবং ঐতিহাসিক বৃদ্ধির হার-এর পাশাপাশি গতিধারা এবং বৈশিষ্ট্যসহ আপনার শিল্পকে বর্ণনা করুন। যেমন, জীবনচক্রের স্তর, পরিকল্পিত উৎপাদনহার ইত্যাদি। পরবর্তীতে, আপনার শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতাদের তালিকা তৈরি করুন।

আপনার ব্যবসায়ের অভীষ্ট বাজার সর্ম্পকে তথ্য— আপনার ব্যবসায়ের অভীষ্ট বাজারকে একটি নিয়ন্ত্রণসাধ্য আকারে সংকুচিত করুন। অনেক ব্যবসায়ী অসংখ্য অভিষ্ট বাজারে আবেদন তৈরি করতে গিয়ে ভুল করে। গবেষণা করুন এবং বাজার সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংযুক্ত করুন।

পার্থক্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ— আপনার সম্ভাব্য ক্রেতাদের জরুরি চাহিদাসমূহ কী? সেগুলো কি পূরণ করা যাচ্ছে? ওই শ্রেণির সংখ্যাতত্ত্বগুলো কী এবং তারা কোথায় বাস করে? আপনার ব্যবসায়কে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও ঋতুভিত্তিক অথবা চক্রাকার ক্রয়ের প্রবণতা সেখানে রয়েছে কিনা?

প্রাথমিক অভীষ্ট বাজারের আয়তন— আপনার বাজারের আয়তনের ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলতে গেলে যা বোঝায়, আপনার শিল্প থেকে বাজার বার্ষিক কী পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয় করে থাকে তার কী তথ্য আপনি অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন? এই শ্রেণির জন্য ভবিষ্যৎ বাজার প্রবৃদ্ধি কী হবে?

বাজারের কতটুকু অংশ আপনি অর্জন করতে পারবেন: নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাজারের শতকরা কতটুকু অংশ এবং ক্রেতার সংখ্যা আপনি অর্জন করতে পারবেন বলে আশা রাখেন? আপনার গণনার পক্ষে যুক্তি প্রর্দশন করুন।

মূল্য নির্ধারণ এবং মোট প্রান্তিক লক্ষসমূহ— মূল্য নির্ধারণী কাঠামো, মোট প্রান্তিক স্তর এবং মূল্য হ্রাসের পরিকল্পনা যা আপনি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নির্দিষ্ট করুন।

যখন আপনাকে কোনও বাজারের উপর পরীক্ষা বা গবেষণা সম্পন্ন করতে হবে এবং তথ্য সংযুক্ত করতে হবে, তখন আপনি কেবলমাত্র এর ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেবেন। এক্ষেত্রে অন্য সব বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্ট অংশে সংযুক্ত করা উচিত।

এরপর আগামী সপ্তাহে

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

পেশা যখন **পাবলিক রিলেশন**

পাবলিক রিলেশন এখন একটি বেশ ডিম্যান্ডিং পেশা। আজকের এই প্রতিযোগিতার মার্কেটে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করে তাদের সার্ভিস, প্রোডাক্ট এবং ফেসিলিটিগুলোকে আরও সঠিক এবং কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রেতা বা উপভোক্তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আর সেই কারণেই দরকার পড়ছে পাবলিক রিলেশন প্রোফেশনালদের। তাছাড়াও জনসমক্ষে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে ইমেজ কেমন হচ্ছে, তাও সরকারি-বেসরকারি কোম্পানির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ ধরনের চাহিদা বা জোগানের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই পেশা হিসাবে আলোচনার শীর্ষে উঠে আসছে পাবলিক রিলেশন। প্রধানত প্রোডাক্ট পাবলিসিটি, কর্পোরেট পাবলিসিটি, সরকারের সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তোলা, এমপ্লয়িদের জন্য নানারকম কর্পোরেট পাবলিকেশন যেমন নিউজ লেটার, ম্যাগাজিন, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ করাও পাবলিক রিলেশন অফিসারদের কাজ। পাবলিক রিলেশন সবার জন্য নয়। যাদের যোগাযোগ এবং যোগাযোগের রাজনীতি, গণমাধ্যম নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা আছে, তাদেরই এই পেশায় আসা উচিত। কারণ পাবলিক রিলেশন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে যুক্ত হয়। পাবলিক রিলেশনের পেশায় অভিজ্ঞদের পাশাপাশি মূলত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁরাই বেশি উন্নতি করতে পারেন। অন্যরাও যে খারাপ উপার্জন করেন, তা বলা যাবে না। আপনার আচরণ এবং যোগাযোগ দক্ষতাটাই মূল বিষয় এখানে। একজন পাবলিক রিলেশন অফিসারের কোনও টাইম ফ্রেম নেই। কারণ এই পেশায় অভিজ্ঞতা একটি বড় ব্যাপার। কেউ চাইলে এই পেশায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এমনকী একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন। কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নেওয়ার পর অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

পেশাগত চ্যালেঞ্জ নিতে যাঁরা প্রস্তুত, তাঁদের জন্য পারফেক্ট এই পেশা। সত্যিকারের পাবলিক রিলেশনের প্র্যাকটিস চালু করা বেশ চ্যালেঞ্জিং, পাশাপাশি যথেষ্ট উপভোগ্যও বটে। এই পেশায় ভালো কেরিয়ার গড়তে হলে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ভালো দখল থাকা দরকার। পাশাপাশি নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে। অন্যান্য পেশার তুলনায় এই পেশাটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। তাই অনেক সময় চাপের মধ্যে থেকেও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

পাবলিক রিলেশন অফিসার হতে হলে সবার আগে জানতে হবে যাঁদের জন্য পাবলিক রিলেশন তাঁদের বিষয়ে। পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যমগুলো সম্পর্কে। একই সঙ্গে যে-প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য পিআর প্রয়োজন তাদের লক্ষ্যগুলো সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড এবং এর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক স্থাপনে পিআর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একজন পিআর প্র্যাকটিশনারের তাই প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড নিয়ে ধারণা থাকা আবশ্যক। সবার ওপরে এবং সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে গণমাধ্যমের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপনে। এক্ষেত্রে আন্তঃযোগাযোগ একটি বড় বিষয় এবং এ গুণটি একজন পিআর প্র্যাকটিশনারের ব্যক্তিত্ব এবং নিজস্ব যোগ্যতা দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। সব বড় প্রতিষ্ঠানেই পিআর কাজ করে টপ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। কারণ সবাই এখন বুঝতে পারছে যে, গ্রাহক বা উপভোক্তার বাজারে প্রতিষ্ঠান, এর সেবা বা পণ্য পরিচিত করে তুলতে পিআর একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই একটি সংবাদকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। পিআরের কাজ হল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সংবাদ গণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যম দ্বারা মানুষকে জানানো। মানুষকে সম্পৃক্ত করার এই কাজটির গুরুত্ব যেহেতু বাড়ছে, সেদিক থেকে এই পেশার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

একজন পিআর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, কাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুক না কেন, সবার চাওয়াটা কিন্তু এক। আর তা হল আপনার প্রতিষ্ঠানের সংবাদ যাতে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ পায়। টার্গেট লোক কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর এর জন্য শুধু সংবাদ প্রেরণ করে বসে থাকলেই হয় না। নিয়মিত এর তদারকিও করতে হয়। যাঁরা বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন, বা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্যই এই পেশা উপযুক্ত।

পাবলিক রিলেশন অফিসাররা কাজ পেতে পারেন বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টর, পাবলিক সেক্টর, সরকারি সংস্থা, ট্যুরিস্ট এজেন্সি, হোটেল, ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কনসালটেন্সি ফার্ম-এর মতো নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানে। শুধু কোনও প্রতিষ্ঠানই নয়, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সেলেব্রিটি, সুপারস্টার বা সুপারমডেলদেরও ব্যক্তিগত পাবলিক রিলেশন অফিসার দরকার হয়। বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের প্রোফাইল, ইন্টারভিউ বা ছবি সঠিকভাবে মিডিয়ার হাতে পৌঁছে দিতে চান, তাঁদের নিজস্ব পিআর অফিসার নিয়োগ করতেই হয়।

আমাদের দেশে যেসব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাবলিক রিলেশন বিষয়ে কোর্স করানো হয়:

- দ্য অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাকাডেমি, নয়াদিল্লি (দিল্লি), বিই-৩০৩, দ্বিতীয় তল, হরি নগর, নয়াদিল্লি (দিল্লি) ১১০০৬৪। কোর্স: সার্টিফিকেট কোর্স ইন অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন
- সেন্টার ফর ইমেজ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, নয়ডা (উত্তরপ্রদেশ), ইমেজ হাউস, ডি ১২৬, সেক্টর ৪০, নয়ডা (গৌতম বুদ্ধ নগর ডিস্ট্রিক্ট)। কোর্স: সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেসিক পাবলিক রিলেশন
- ইজিজ্ঞান (Easygyan), লখনউ (উত্তরপ্রদেশ), ২৮, মুরলী নগর, ক্যান্টনমেন্ট রোড, লখনউ (লক্ষ্ণৌ ডিস্ট্রিক্ট) ২২৬০০১। কোর্স: সার্টিফিকেট কোর্স ইন পাবলিক রিলেশন্স।

কাজকে চাপ মনে করবেন না, চ্যালেঞ্জ নিতে শিখুন *(প্রথম পাতার পর)*

শতকরা ১২ শতাংশ হয়। কোনও বাণিজ্যের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কিন্তু সব সময় সুখী পরিবেশ কর্মক্ষেত্রে তৈরি করার জন্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কর্মী যদি সুখী না হয়, তাহলে উৎপাদন বাড়বে না। তাই প্রতিটি সংস্থাই এখন চাইছে কর্মস্থানে একটা আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে। এই পরিবেশ কর্মক্ষেত্রে তৈরি করার কয়েকটি উপায় রয়েছে।

দেখা গেছে, কোনও কর্মী যদি তাঁর কাজের জায়গায় একজন ভালো বন্ধু খুঁজে পান তাহলে তিনি খুব মাঝারি মানের কর্মী থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন দক্ষ কর্মীতে। যেসব কর্মী তাঁদের কর্মস্থলে ভালো বন্ধু খুঁজে পেয়েছেন তারা কাজ করেন আনন্দের সঙ্গে এবং কাজ করে তাঁরা তৃপ্তিও পান। কারণ এসব বন্ধুই হয়ে ওঠে তাদের সাপোর্ট সিস্টেম।

কাজের জায়গায় হাসিমুখে থাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুখে হাসি থাকলেই কাজের জায়গা আরও ভালো হয়ে উঠবে। কারণ হাসিমুখ থাকলে শরীর থেকে পেপটাইড নিঃসৃত হয়। এর বাইরেও কর্মী বন্ধুদের ধন্যবাদ জানানোতেও কাজ হয় অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে কেউ যদি কোনও কাজের জন্য কাউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাহলে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখী এবং কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং তার ফলে তিনিও তাঁর কর্মস্থলে নিজের ব্যবহারের বদল ঘটিয়ে সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আরও বেশি উপকারী হয়ে ওঠেন। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে একটা বন্ধনের সৃষ্টি হয় এবং এই বন্ধন সংস্থার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের আমূল পরিবর্তন কোনও দিনও সম্ভব নয়। যে কোনও কর্মীর ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ যদি প্রতিষ্ঠানের অপছন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই কয়েক পা পিছিয়ে আসা উচিত। আঙুল তুলে কোনও জবাব না দিয়ে শান্তভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বললে পরিবেশটা অনেক বেশি সুখের হবে। সেই কর্মীও বুঝতে পারবেন কোথায় তার ভুল হচ্ছে। তাছাড়া, সংযোগ এবং ফিডব্যাক যত সরাসরি হবে ততই ভালো। কর্মী নিয়োগের সময়ই তাঁর কাছে কী আশা করা হচ্ছে এটা স্পষ্ট বলে দিলেই কর্মস্থানের সময় আর কোনও অসুবিধা হবে না।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

দিল্লি সরকারে বিভিন্ন পদে ১০৭৪ জন নিয়োগ

স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, ড্রাফটসম্যানসহ বিভিন্ন পদে ১০৭৪ জন লোক নেবে দিল্লি সরকার। নিয়োগ করা হবে গ্রুপ বি ও সি ক্যাটেগরিতে, সার্ভিস, প্ল্যানিং, খাদ্যসুরক্ষাসহ বিভিন্ন বিভাগে। প্রার্থী বাছাই করবে দিল্লি সাব অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা শুধু সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদে আবেদন জানাতে পারবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 1/17.

শূন্যপদের বিবরণ: পোস্ট কোড 2/27: গ্রেড ফোর: ২৬২টি। পোস্ট কোড 1/17: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: ২২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ অথবা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড 3/17: গ্রেড টু: ১০৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। এগ্রিকালচারের স্নাতকরাও আবেদনের যোগ্য। হিন্দি ভাষায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট কোড 4/17: স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৭৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্ট্যাটিসটিক্স বা অপারেশনাল রিসার্চ বা ম্যাথেমেটিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স বা অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ইকোনমিক্স, ম্যাথমেটিক্স, কমার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। সেক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে অন্যতম বিষয় হিসাবে স্ট্যাটিসটিক্স পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট কোড 6/17: ড্রাফটসম্যান গ্রেড থ্রি: ২৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে ড্রাফটসম্যানশিপে ২ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড 5/17: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন বা সিভিল ডেভেলপমেন্ট-সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট কোড 7/17: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে খাদ্যপণ্য সিলিং ও প্যাকিং-সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট কোড 9/17: লাইব্রেরিয়ান: ৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা। এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতক। কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ২১-৮-২০১৭ তারিখে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, গ্রেড ফোর, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাফটসম্যান এবং ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। গ্রেড টু পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। লাইব্রেরিয়ান পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা গ্রেড পে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং গ্রেড ফোর পদের ক্ষেত্রে ১৯০০ টাকা। ড্রাফটসম্যান পদের ক্ষেত্রে ২৪০০ টাকা এবং ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা। বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে বেতন ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং লাইব্রেরিয়ান পদের ক্ষেত্রে ৪২০০ টাকা এবং গ্রেড টু পদের ক্ষেত্রে ৪৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষা হবে দুটি ধাপে। প্রথম ধাপে থাকবে ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, এরিথমেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্প্রিহেনশন।

দ্বিতীয় ধাপে ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে স্কিল টেস্ট।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ২১ আগস্ট পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে: www.dsssb.delhigovt.nic.in. এজন্য প্রার্থীর চালু একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০ (তফসিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের ফি লাগবে না) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। ফি দেওয়া যাবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ই-পে-এর মাধ্যমে। অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থী বাছাই ও দরখাস্তের পদ্ধতি সহ আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

হরিয়ানা পাওয়ার ইউটিলিটিজে ইঞ্জিনিয়ার পদে ১৫৪ নিয়োগ

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে ১৫৪ জন কর্মী নেবে হরিয়ানা পাওয়ার ইউটিলিটিজ। নিয়োগ করা হবে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যালসহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায়। হরিয়ানা বিদ্যুৎ প্রসারণ নিগম, হরিয়ানা পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশন, উত্তর ও দক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি বিতরণ নিগমে। প্রার্থীর ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে হওয়া 'গেট' পরীক্ষার বৈধ স্কোর বোর্ড থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা কেবল সাধারণ ক্যাটেগরির জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন। সাধারণ ক্যাটেগরির শূন্যপদ ৬৮টি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: Rectt./HPUs/GATE-201%.

শাখা অনুসারে শূন্যপদ: পোস্ট কোড ১: ইলেকট্রিক্যাল: ৫৪টি। পোস্ট কোড: ২: মেকানিক্যাল: ৪টি। পোস্ট কোড: ৩ ইনফরমেশন টেকনোলজি: ৪টি। পোস্ট কোড ৫: সিভিল: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৬০% নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে গেট ২০১৭ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পত্রে স্কোর করে থাকতে হবে। শাখা সহ গেট পত্রগুলি হল: ইলেকট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সেইসঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গেট ২০১৭ পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। মেকানিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গেট ২০১৭ পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন টেকনোলজি, সেইসঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে গেট ২০১৭ পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। সিভিল শাখার ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গেট ২০১৭ পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে।

সবক্ষেত্রেই মাধ্যমিক স্তর অবধি হিন্দি বা সংস্কৃত পড়ে থাকতে হবে।

বয়স: ৩১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৫৩১০০-১৬৭৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ২০১৭ সালের গেট পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন www.hvpn.org.in/www.hpgcl.org.in ওয়েবসাইট থেকে। প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) ফি-বাবদ ডিমান্ড ড্রাফট বা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে দিতে হবে ৫০০ টাকা (মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা)। ফি 'AO/Cash, HVPNL, Panchkula' এর অনুকূলে 'Panchkula'-এ প্রদেয় হতে হবে। ২) প্রার্থীর এককপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন এবং গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত করে নেবেন। ৩) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৪) গেট ২০১৭-এর অ্যাডমিট কার্ড এবং স্কোর কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত রেজিস্টার্ড বা স্পিডপোস্টের মাধ্যমে ৩১ আগস্টের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Deputy Secretary, HR&SR(Recruitment Cell), HVPNL, Room No.230, First Floor, Shakti Bhawan Sector -6, Panchkula. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

নৌবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় নৌবাহিনী এগজিকিউটিভ শাখায় ও টেকনিক্যাল শাখায় কাজের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে অফিসার পদে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

টেকনিক্যাল ব্রাঞ্চে নেওয়া হবে এইসব শাখায়: ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ, ইলেকট্রিক্যাল ব্রাঞ্চ ও ন্যাভাল আর্কিটেকচার ক্যাডার। কারা কোন পদে যোগ্য: ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ: মেকানিক্যাল, মেরিন, অটোমোবাইল, মেকাট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, প্রোডাকশন, কন্ট্রোল, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, মেটালার্জি, এরোনটিক্যাল, এরোস্পেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি (বিই/বিটেক স্ট্রিমের) ছেলেরা আবেদন করতে পারেন।

ইলেকট্রিক্যাল ব্রাঞ্চ: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, এভোনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বিই/বিটেক স্ট্রিমের) ছেলেরা আবেদন করতে পারেন।

ন্যাভাল আর্কিটেকচার ক্যাডার: মেকানিক্যাল, সিভিল এরোনটিক্যাল /এরোস্পেস, মেটালার্জি বা ন্যাভাল আর্কিটেকচার, ওশান, মেরিন, শিপ টেকনোলজি, শিপ বিল্ডিং, শিপ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বিই/বিটেক স্ট্রিমের) ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চে নেওয়া হবে এই শাখায়:

জেনারেল সার্ভিস/হাইড্রোগ্রাফি ক্যাডার: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখার ডিগ্রি (বিই/বিটেক স্ট্রিমের) ছেলেরা আবেদন করতে পারেন।

নায়েক: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কন্ট্রোল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন, এরোস্পেস, মেটাজার্জি, মেটালার্জিক্যাল, কেমিক্যাল, মেটেরিয়াল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি (বিই/বিটেক) কোর্স পাশ ছেলেরা যোগ্য।

সবক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৩ থেকে ১-১-১৯৯৯-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি ও মেয়েদের বেলায় অন্তত ১৫২ সেমি। দৃষ্টিশক্তি দরকার টেকনিক্যাল (জেনারেল সার্ভিস) ব্রাঞ্চের বেলায় চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/২৪, যা চশমা পড়ে ৬/৬, এগজিকিউটিভ ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/৬০, যা চশমা পড়ে ৬/৬, নায়েক ব্রাঞ্চের বেলায় চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/৬০, যা চশমা পড়ে ৬/৬, ৬/১২, ন্যাভাল আর্কিটেকচার ব্রাঞ্চের বেলায় চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/৬০, যা চশমা পড়ে ৬/৬, ৬/১২ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য।

শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। ট্রেনিং শুরু জুনে, ইঝিমালার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে। সফল হলে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। বেতন: ৫৬,১০০-১,১০,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড। দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের কল লেটার পাঠানো হবে। পরীক্ষা হবে নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে, বেঙ্গালুরু, ভোপাল, বিশাখাপত্তনম ও কোয়েম্বাটোরে। ৫ দিনের এই পরীক্ষায় প্রথম দিনে থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন ও গ্রুপ ডিসকাশন। প্রথমদিনের পরীক্ষায় সফল না হতে পারলে দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেনের ভাড়া দিয়ে ফেরত পাঠানো হবে। পরের ৪ দিন হবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক ও ইন্টারভিউ। সফল হলে ৩-৪ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন ২৫ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.joinindiannavy.gov.in. এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো, শিক্ষাগত যোগ্যতার ও বয়সের প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Officer Entry-তে গিয়ে ক্লিক করে Apply Online-এ ক্লিক করলেই মূল ফর্ম পাবেন। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এরপর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্টকপি নিয়ে যেতে হবে।

আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ, ট্রেনিং এপ্রিলে

ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ৯ মাস থেকে ২ বছর ১১ মাস ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নেওয়া হবে এইসব বিভাগে— ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি হলে আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৯-এর মধ্যে। মোট ১৮ মাসের ট্রেনিং হবে 'জেন্টলম্যান ক্যাডেট'-এ। ট্রেনিংয়ের সময় প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৭৫০ টাকা। কোনও প্রার্থী দিতে অক্ষম হলে, তখন সরকারই ওই খরচ বহন করবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। এরপর ধাপে ধাপে 'কম্যান্ডার' পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। শূন্যপদ: ১৫০টি। এর মধ্যে ১৯টি শূন্যপদ এনসিসি-র 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (মেন ও এসএসসি উইমেন নন-টেকনিক্যাল): যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেরা 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (ফর মেন)'-এ আবেদন করতে পারেন। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস অবিবাহিতা তরুণীরা 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (এসএসসি উইমেন নন-টেকনিক্যাল)'-এ আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৩ থেকে ১-৭-১৯৯৯-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি। ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। মোট ৯ মাসের ট্রেনিং হবে 'জেন্টলম্যান ক্যাডেট'-এ। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ৪,৬০০ টাকা। এর মধ্যে ২,৪৫০ টাকা পরে ফেরত পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১৫০০ টাকার কম হলে সরকার পুরো বা আংশিক খরচ দেবে। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে ৬ মাস প্রোবেশনে থাকতে হবে। ৫ বছরের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি করতে হবে। এরপর পার্মানেন্ট কমিশনে চাকরির সুযোগ পেলে ধাপে ধাপে পদোন্নতি হবে। শূন্যপদ: অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (মেন) ২২৫টি। ১০৭তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০১৮ এপ্রিলে। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (উইমেন নন-টেকনিক্যাল)-তে শূন্যপদ ১১টি।

ন্যাভাল অ্যাকাডেমি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৯-এর মধ্যে। শুরুতে ৫ মাসের ট্রেনিং হবে গোয়ার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে, এগজিকিউটিভ শাখার ক্যাডেট হিসাবে। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৫০০ টাকা। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১৫০০ টাকার কম হলে সরকার থেকে পুরো বা আংশিক খরচ দেওয়া হবে। এরপরে ক্যাডেট হিসাবে আবার আড়াই বছরের ট্রেনিং। সফল হলে নৌবাহিনীর জাহাজে ৬ মাসের চাকরি। সফল হলে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। শূন্যপদ: ৪৫টি। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ এনসিসি-র 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য সংরক্ষিত।

এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি: উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স বা অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে পাশের পর যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে জন্মতারিখ থাকলে 'এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি'তে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যায়জুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। কমার্শিয়াল পাইলটের লাইসেন্স থাকলে জন্ম তারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯২ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি, পায়ের মাপ লম্বায় অন্তত ৯৯-১২০ সেমি, থাই লম্বায় ৬৪-৮১.৫ সেমি ও বসার উচ্চতা ৮১.৫ সেমি থেকে ৯৬ সেমি। শুরুতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চের পাইলট হিসাবে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ২,৩৪০ টাকা। এর মধ্যে ৮৪০ টাকা পরে ফেরত পাবে। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার কম হলে এই খরচ সরকার থেকে দেওয়া হবে। শূন্যপদ: ৩২টি। এই ৫ বিভাগের ট্রেনিং নিতে হলে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় ৬/৬ ও কাছের বেলায় প্রতি চোখে 'N-S'. ওপরের সব পদের বেলায় এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরিক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ২১,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 'কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন (II) ২০১৭'-এর মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে ১৯ নভেম্বর। পূর্ব-ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, কটক, দিসপুর, পটনা, শিলং, রাঁচি, সম্বলপুর, পোর্ট ব্লেয়ার, গ্যাংটক, আগরতলা। ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই তিনটি পেপার: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ, ৩) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা। সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিতে হলে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পেপার: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা করে। সফল হলে ২০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। সব পেপারেই থাকবে অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন। ইংরেজিতে থাকবে ইংরেজি গ্রামারের ওপর প্রশ্ন। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞানের উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.৩৩ নম্বর কাটা হবে।

দরখাস্ত করবেন ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http://www.upsconline.nic.in. এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও ফোটো ও সিগনেচার জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করলে ফি-বাবদ ২০০ টাকা স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাংক অব হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাংক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাংক অব ত্রিবাঙ্কুর। এছাড়াও ভিসা/মাস্টার কার্ড/ডেবিট কার্ডেও টাকা দিতে পারেন। একাধিক দরখাস্ত করবেন না। মহিলা, প্রতিবন্ধী ও তফসিলিদের ফি লাগবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন আইডি-সহ সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে ৩৪০ নিয়োগ

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি সায়েন্টিফিক / টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'এ' এবং সায়েন্টিস্ট 'বি' পদে ৩৪০ জন কর্মী নেবে। এটি কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা। নিয়োগ হবে ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: NIELIT/NDL/NIC/2017/7.

শূন্যপদের বিবরণ: সায়েন্টিফিক/টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এ (গ্রুপ বি): ২৫৯টি (সাধারণ ১৩৩, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ৬৯)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত এবং ৩টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, কম্পিউটার অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং সিকিউরিটি, সফটওয়্যার সিস্টেম, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ইনফরমেটিক্স, কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, বায়ো-ইনফরমেটিক্স, রিমোট সেন্সিং, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম, ম্যাথমেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স, অপারেশনস রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স, কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স, ইনফরমেশন সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল এবং ডিজাইন। এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে বা এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বিষয় অন্যতম বিষয় হিসাবে পড়ে বিই বা বিটেক বা এমএসসি বা এমএস বা এমসিএ পাস।

সায়েন্টিস্ট বি (গ্রুপ এ): ৮১টি। (সাধারণ ৪২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত এবং শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনে বিই বা বিটেক। অথবা ফিজিক্স বা ইলেকট্রনিক্স বা অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্সে এমএসসি, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক।

বয়স: ২৮-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সব ক্ষেত্রেই তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৩৫৪০০-১১২৪০০ টাকা এবং সায়েন্টিস্ট বি পদের ক্ষেত্রে ৫৬১০০-১৭৭৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। কম্পিউটার সায়েন্স, লজিক্যাল ও অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ এবিলিটিজ ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাপটিটিউড বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে দিল্লিতে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: http://apply-delhi.nielit.gov.in. অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় আপলোড করবেন:

১) একটি সাদা কাগজে প্রার্থীর সম্প্রতি তোলা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো সেঁটে তার নীচে কালো কালিতে সই করে ছবি সহ স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

২) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা বার্থ সার্টিফিকেট।

৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেট।

৪) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট।

৫) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট।

৬) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট।

৭) নো অবজেকশন সার্টিফিকেট।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৮০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না। ফি জমা দিতে হবে অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিটের পর রেফারেন্স নম্বরসহ একটি অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্ত এবং অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপের এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৫
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

পাঠকের অনুরোধে এখন পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরির খোঁজখবর

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ল অফিসার পদে ১৪ জন নিয়োগ

ভারতীয় সেনাবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে 'ল অফিসার' পদে ১৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। মোট ৫৫% নম্বর পেয়ে পাশ করা আইনের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর আইনের ৫ বছরের কোর্স পাশ কিংবা ডিগ্রি কোর্স পাশ কিংবা ডিগ্রি কোর্স পাসের পর আইনের কোর্স পাশ হতে হবে। বার কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-১-১৯৯১ থেকে ১-১-১৯৯৭ এর মধ্যে। শূন্যপদ: ১৪টি (ছেলে ১০, মেয়ে ৪)। শরীরের মাপজোক হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি, মহিলা হলে ১৫২ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮।

শুরুতে ৬ মাসের প্রোবেশন। তখন ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার ট্রেনিংয়ে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ২১০০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন মাইনে: ১৫৬০০-৩৯০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। এমএসপি ভাতা ৬০০০ টাকা। শুরুতে ১৪ বছরের চাকরি। আরও ১০ বছর বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের কললেটার পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহাবাদ, বেঙ্গালুরু ও ভোপালে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর ৩-৫ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ের যাতায়াত ভাড়া ফেরত পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ই-মেল বা এসএমএসে জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in. এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২ কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় তখন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যাবেন। কোনও দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না।

আরও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতি সপ্তাহেই এখন থাকছে কয়েকশো 'চাকরির খবর'। সেই সঙ্গে থাকছে 'কেরিয়ার ইনফো' ও 'কেরিয়ার জিজ্ঞাসা'।

ক্যাট পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের কলকাতা, আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, ইন্দোর, কোজিকোড় ও লক্ষ্ণৌয়ে আর শিলংয়ের আরজিআই আইএমএ 'ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা' কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা 'ক্যাট' (CAT) পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। কলকাতার ডায়মন্ডহারবার রোডের জোকার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে পড়ানো হবে এইসব কোর্স: ১) ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGDM), ২) কম্পিউটার অ্যাডেড ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGDCM)। ৩) আইআইএম আহমেদাবাদে পড়ানো হবে: পিজিপি ও পিজিপি-এবিএম, ৪) আইআইএম বেঙ্গালুরুতে পড়ানো হবে: পিজিপি, পিজিএসইএম, পিজিপিপিএম, ৫) আইআইএম ইন্দোরে পড়ানো হবে: পিজিপি, ইপিজিপি, ৬) আইআইএম কাশীপুরে পড়ানো হবে: পিজিপি, ৭) আইআইএম কোজিকোড়ে পড়ানো হবে: পিজিপি, ৮) আইআইএম লক্ষ্ণৌতে পড়ানো হবে: পিজিপি পিজিপি-এবিএম, ৯) আইআইএম রায়পুরে পড়ানো হবে: পিজিপি, ১০) আইআইএম রাঁচিতে পড়ানো হবে: পিজিডিএম, পিজিডিএইচআরএম, ১১) আইআইএম রোটাকে পড়ানো হবে: পিজিপি, ১২) আরজি আইআইএম শিলংয়ে পড়ানো হবে: পিজিপি। ১৩) আইআইএম তিরুচিরাপল্লিতে পড়ানো হবে পিজিপি, ১৪) আইআইএম উদয়পুরে পড়ানো হবে পিজিপি।

যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট ৫০% (তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে এই ক্যাট পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। এ-বছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও ওই একই শতকরা হারে নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন।

সব কোর্সের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে কমন অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, রাঁচি, পটনা, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর ও জামশেদপুর। এই পরীক্ষায় সফল প্রার্থীতালিকার ওপর দিকে স্থান থাকলে তবেই ভর্তির সুযোগ পাবেন। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষার ফল বেরোবে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। ক্যাট স্কোর ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট করে নেবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করবেন ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে: www.catiim.in. তখন রেজিস্ট্রেশন ফি ১,৮০০ (তফসিলি হলে ৯০০) টাকা দিতে হবে।

ইউজিসি-র নেট পরীক্ষা ৫ নভেম্বর

ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের অধীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র ফেলো রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য যোগ্যতামান নির্ধারণের পরীক্ষা 'নেট'-এর দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। জাতীয় স্তরে পরীক্ষাটি নিচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন। হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গুয়েজসহ), সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন্স, ইলেকট্রনিক সায়েন্স প্রভৃতি ৮৫টি বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা মোট ৫৫ শতাংশ (তফসিলি, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ।) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা মাস্টার ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা, যাঁদের স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখের আগে সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হারে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

যাঁরা ফেলোশিপের জন্য এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁরা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির বিষয় অথবা সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। একইসঙ্গে তাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসাবেও কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

২০০৯ সালের নিয়মানুসারে, পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা অথবা ১৯৮৯-এর আগে ইউজিসি-সিএসআইআর জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অথবা ২০০২-এর ১ জুনের আগে সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নেট পরীক্ষায় বসার কোনও দরকার নেই। তাঁরা সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

জুনিয়র ফেলোশিপের জন্য বয়স ১-১-২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, ওবিসিরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন। ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গবেষকরাও ৫ বছরের ছাড় পাবেন। এলএলএম ডিগ্রিধারীরাও ৫ বছরের ছাড় পাবেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের জন্য বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। উইমেন স্টাডিজ বিষয়ের জন্য পরীক্ষায় বসতে পারেন হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গুয়েজসহ) এবং সোশ্যাল সায়েন্সেস বিষয়ের মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরা। পপুলেশন স্টাডিজ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন ভূগোল (পপুলেশন স্টাডিজে স্পেশ্যালাইজেশন সহ) অথবা অঙ্ক বা স্ট্যাটিস্টিক্সে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরাও।

পরীক্ষা হবে ৫ নভেম্বর, রবিবার। লিখিত পরীক্ষা তিনটি পেপারের। সব পেপারেই অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে। নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রথম পেপারে থাকবে রিজনিং এবিলিটি, কম্প্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিংকিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্ন। ৬০টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনও ৫০টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ ১০০ নম্বরের পেপার। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পেপারে থাকবে প্রার্থীর বিষয়ের ওপর প্রশ্ন। ৫০টি প্রশ্নের সবকটিরই উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে ২ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পেপার। এই পেপারের পরীক্ষা সকাল ১১টা ১৫ মিনিট থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত, অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের। তৃতীয় পেপারেও প্রার্থীর বিষয় থেকে প্রশ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে ৭৫টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি প্রশ্নে ২ নম্বর করে মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। এই পেপারের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত, অর্থাৎ আড়াই ঘণ্টা।

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.cbsenet.nic.in. অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চালানের মাধ্যমে সিণ্ডিকেট /কানাড়া/ আইসিআইসিআই/এইচডিএফসি ব্যাংকের যে কোনও শাখায় ফি জমা দেবেন। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে উপরের ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইন দরখাস্তের প্রক্রিয়া, ফি-সংক্রান্ত তথ্য ৪ আগস্ট থেকে ওপরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিসট্যান্স এডুকেশনে আইনের নানা কোর্সে ভর্তি

দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় আইনের বিভিন্ন বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। বিষয়গুলি হল: মাস্টার অব বিজনেস ল প্রোগ্রাম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হিউম্যান রাইটস ল, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল অ্যান্ড এথিক্স, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এনভায়রনমেন্টাল ল, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ল, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড রাইটস ল, পোস্ট গ্র্যামজুয়েট ডিপ্লোমা ইন কনজিউমার ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাইবার ল অ্যান্ড সাইবার ফরেন্সিক্স। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সটি ২ বছরের এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সগুলি ১ বছরের। কোর্স শুরু হবে অক্টোবর মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সব কটি কোর্সের ক্ষেত্রেই যে কোনও শাখায় স্নাতক।

কোর্স ফি: বিজনেস ল কোর্সের ক্ষেত্রে ৬৪,৬০০ টাকা। হিউম্যান রাইটস ল, এনভায়রনমেন্টাল ল, চাইল্ড রাইটস ল এবং কনজিউমার ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস কোর্সের ফি ১৫,২০০ টাকা। মেডিক্যাল ল অ্যান্ড এথিক্স, ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস ল এবং সাইবার ল অ্যান্ড সাইবার ফরেন্সিক কোর্সের ফি ৩৪,২০০ টাকা।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: https://ded.nls.ac.in. আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। অথবা অনলাইনেও দরখাস্ত করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: https://dednlsiu.edchemy.com. অনলাইনে যথাযথভাবে ফর্ম পূরণ করে এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

প্রিন্টআউট ভরা খামের ওপর যে-কোর্সের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। পূরণকরা প্রিন্টআউট ৩১ আগস্টের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, Distance Education Department (DED), National Law School of India University, Nagarabhavi, Bengaluru-560242.

বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতি মঙ্গলবার 'উত্তরণ'-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট ২০১৭

সেট পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের 'স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট' নেওয়া হবে ৩ ডিসেম্বর। এই পরীক্ষায় সফল হলে রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যায়। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও নিয়োগের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার ফল গ্রাহ্য করে।

পরীক্ষা নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে: ইংরেজি (০১), বাংলা (০২), সংস্কৃত (০৩), হিন্দি (০৪), উর্দু (০৫), কমার্স (০৬), ইকোনমিক্স (০৭), ইতিহাস (০৮), ফিলজফি (০৯), পলিটিক্যাল সায়েন্স (১০), এডুকেশন (১১), কেমিক্যাল সায়েন্সেস (১২), ভূগোল (১৩), লাইফ সায়েন্সেস (১৪), ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস (১৫), সোশিওলজি (১৭), সাইকোলজি (১৮), লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (১৯), ফিজিক্যাল এডুকেশন (২০), ইলেকট্রনিক সায়েন্স (২১), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস (২২), হোম সায়েন্স (২৩), সাঁওতালি (২৪), মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম(২৫), অ্যানথ্রোপলজি (২৬), আর্থ অ্যাটমোস্ফেরিক, ওশান অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস (২৭), মিউজিক (২৮), ল (২৯), নেপালি (৩০)। পরীক্ষার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর: 20/SET/17.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১-এর আগে মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে থাকলে স্নাতকোত্তর ৫০ শতাংশ নম্বর সেট পরীক্ষায় বসতে পারবেন। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস বিষয়ের জন্য পরীক্ষায় বসতে চাইলে মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে পিওর ম্যাথমেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্সে। লাইফ সায়েন্সেস বিষয়ের জন্য পরীক্ষায় বসতে হলে মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, বটানি, জুলজি, মাইক্রো-বায়োলজি, মলিকিউলার বায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি, ফিজিওলজি বা সমতুল যে কোনও একটি বিষয়ে। লাইব্রেরি সায়েন্স বিষয়ে পরীক্ষায় বসার জন্য এমলিব বা এমএলআইএস ডিগ্রি থাকতে হবে।

সেট পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই।

লিখিত সেট পরীক্ষা তিনটি পেপারের। সব পেপারেই অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে। নেগেটিভ মার্কিং নেই। প্রথম পেপারে থাকবে রিজনিং এবিলিটি, কম্প্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিংকিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্ন। ৬০টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনও ৫০টির উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ ১০০ নম্বরের পেপার। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পেপারে থাকবে প্রার্থীর বিষয়ের ওপর প্রশ্ন। ৫০টি প্রশ্নের সবকটিরই উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে ২ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পেপার। এই পেপারের পরীক্ষা সকাল ১১ টা ১৫ মিনিট থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত, অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের। তৃতীয় পেপারেও প্রার্থীর বিষয় থেকে প্রশ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে ৭৫টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি প্রশ্নে ২ নম্বর করে মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। এই পেপারের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত, অর্থাৎ আড়াই ঘণ্টা।

দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫ মিনিট এবং তৃতীয়পত্রের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫০ মিনিট সময় পাবেন।

সেট পরীক্ষার সিলেবাস ইউজিসি নেট পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী। বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস দেখার জন্য দেখতে পারেন www.examinationonline.in ওয়েবসাইট।

সেট পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল: কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা, নদিয়া, বর্ধমান, আসানসোল, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার।

সেট পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.examinationonlin.in.প্রার্থীর চালু ই-মেল ঠিকানা এবং যোগাযোগের মোবাইল ফোন নম্বর থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট।

পরীক্ষার ফি ১০০০ টাকা (তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা দিতে পারেন। অথবা ই-চালানের মাধ্যমে নগদে ফি দিতে পারেন ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অনলাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এবং অফলাইনের ক্ষেত্রে ব্যাংক চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৪০ টাকা দিতে হবে। চালানের প্রিন্টআউট পাবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে।

ফি জমা দেওয়ার পর পূরণ করা দরখাস্তের এককপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন পরে প্রয়োজন হবে।

বিস্তারিত আরও জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.wbcsc.org.in.

ব্যবসায় কেরিয়ার

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরি

বিদ্যুতের ব্যবহার খুব বিস্তৃত হওয়ায় সব জায়গাতেই কমবেশি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির বাজার আছে। বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে শহর ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্রই বিদ্যুতের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এসব কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির চাহিদাও বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি মোটামুটি একটি লাভজনক ব্যবসা।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি

দুইভাবে তৈরি বা উৎপাদন করা যেতে পারে:

১) বড় আকারের উদ্যোক্তাদের দ্বারা উন্নত কারিগরি ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক উৎপাদন।

২) মাঝারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা অল্প পরিসরে ব্যবসায়িক উৎপাদন।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবসায় একজন মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী ভালো আয় করতে পারবেন, কারণ এখানে তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতা কম এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াও সহজ।

মোটামুটি ১৫০০০০ টাকা মূলধন নিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। এই ব্যবসা শুরু করতে যদি নিজের কাছে প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকে তবে ঋণ দানকারী ব্যাংক বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও থেকে শর্ত সাপেক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কারওর কাছ থেকে ব্যবসার বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: অ্যাঙ্গেল বার টেবিল (৮ ফুট লম্বা) ১টি, টুল ১টি, চৌকি ২টি, ব্যাকলাইট মেশিন ১টি, কাটার মেশিন ১টি, বেঞ্চ ড্রিল মেশিন ১টি, গ্রাইন্ডিং মেশিন ১টি, মোটর ১টি, বব মেশিন ১টি, টপ মেশিন ২টি, ইলেকট্রিক ফ্যান ২টি, হ্যান্ড টুলস ১ সেট, ডাইস ৬টি।

কাঁচামাল:

বেকেলাইট পাউডার (কালো) ২৫ কেজি, বেকেলাইট পাউডার (সাদা) ৫০ কেজি, পাতি ২৪০০ পিস, পিতল ৪০ কেজি, স্প্রিং ৫০০০ পিস, দোলনা ব্রিজ ৩০০০, স্ক্রু ১২ প্যাকেট, বব ক্লথ ৫টি, তেল ৩ কেজি।

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরি পদ্ধতি:

ব্যাকলাইট মেশিনের পাশে একটি পাত্রে পাউডার রাখতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট ডাইস মেশিনের প্লেটে সেট করতে হবে। পাত্র থেকে পরিমাণমতো পাউডার নিয়ে ডাইসে ঢালতে হবে। তারপর মেশিনের হাতল ঘুরিয়ে ডাইসের উপর চাপ দিতে হবে। চাপ প্রয়োগ করার পর মেশিনের হাতল ঘুরিয়ে ডাইস বের করে আলাদা করতে হবে। তারপর ভিতরের উৎপাদিত পণ্যটি বের করে আনতে হবে। পণ্যের বাড়তি অংশ কাটিং মেশিনের সাহায্যে কাটিং করতে হবে।

এরপর ড্রিল মেশিনের সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্র করার পর পণ্যটিকে সুন্দর করার জন্য বব মেশিনের সাহায্যে ফিনিশিং করতে হবে। ফিনিশিং করার পর স্ক্রু, পিতল, দোলনা ব্রীজ (যেটা প্রযোজ্য) দিয়ে ফিটিং করতে হবে। এরপর পণ্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হবার পর প্যাকেটজাত করতে হবে।

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবসায় মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এই স্থায়ী উপকরণগুলো একবার কিনলে অনেকদিন ধরে কাজ করা যাবে। ব্যবসার শুরুতেই এই খরচটি করতে পারলে পরবর্তীতে শুধু কাঁচামাল কিনে ব্যবসা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। এবার তৈরি মাল বাজারজাত করার জন্য নিজের নেটওয়ার্ক কাজে লাগাতে হবে। নিজের পণ্যের গুণগত মান এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে ব্যবসা বাড়াতে হবে। প্রশিক্ষিত কর্মী রাখতে পারেন। তবে অবশ্যই নিজেকেও হাতে-কলমে কাজ শিখে রাখতে হবে, তবেই ঠকবার ভয় কম থাকবে।

উপার্জনের সুযোগ

ঘরে বসেই রোজগার করুন ২৫ হাজার টাকা

চাকরি খুঁজছেন? আপনার হতে কিন্তু রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। ঘরে বসেই আপনি আপনার রোজগারের পথকে সুগম করে তুলতে পারেন। আপনি হয়তো ভাবছেন এটি কর্মপ্রার্থীদের জন্য কোনও এমন বিজ্ঞাপন যা হয়তো আপনাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। না, সেই রকম কিছু নয় বরং ইন্টারনেট দুনিয়া সম্পর্কে আপনার গতিবিধি অবাধ হলে আপনিও পেতে পারেন 'ওয়েব কমেন্ট মডারেটর'-এর কাজ। ঘরে বসেই আপনার পকেটে এসে যাবে কড়কড়ে ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা। শুধু আপনাকে ইন্টারনেট সম্পর্কে একটু বিশেষজ্ঞ হতে হবে। তবে আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটের ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী। তাই তাদের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে কী করতে হবে এবার সেই ব্যাপারে একটু বলে নেওয়া দরকার।

কাজটি হল ইন্টারনেটে ময়লা পরিষ্কারের কাজ। ঘাবড়ে গেলেন? গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট-এর মতো বড় সংস্থাগুলির পাশাপাশি ছোট সংস্থাগুলিও এই কাজে লোক নিচ্ছে। তবে কলেজপড়ুয়া বা যাঁরা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি খুঁজছেন তাঁদের কাছে এই ধরনের কাজ সত্যিই খুব লোভনীয়। অনেকেই আছেন যাঁরা একটু ঘরে বসে কাজ করা পছন্দ করেন। আবার কলেজপড়ুয়া বা সদ্য কলেজ থেকে পাস করা একটি ছেলের কাছে এই ধরনের একটি চাকরি শুধুমাত্র সময় কাটানো তা নয়, ইনকামের একটি রাস্তা খুলে হতে পারে। আর কাজটি করার জন্য যেহেতু আপনাকে ঘরে বসে করতে হয়, বাইরে যাওযার কোনও ব্যাপার নেই। তাই কাজের সময় বাদ দিয়ে আপনি অন্য সময় পড়াশোনা করতে পারেন, বা অন্য কাজের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন।

তবে যে-কাজটি করতে হবে সেটা হল বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অনেক সময়ে কমেন্ট, ছবি, ভিডিওসহ অনেক কিছু আপলোড হয়ে যায়। সেগুলিকে পরিষ্কার করার দরকার। ফলে সেই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস পরিষ্কার করার জন্য প্রচুর ছেলে-মেয়ে এই বিষয়ে কাজ করতে পারেন। 'ওয়েব কমেন্ট মডারেটর'-এর কাজ করে আপনি মাসে ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকার মতো রোজগার করতে পারেন। বহু ছেলে-মেয়েই এখন এই ধরনের কাজ করছেন। তবে সমস্ত চাকরির মতো এই কাজেও মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। ঘরে বসে কাজ করছি মানে এই নয়, যে কোনওভাবে কাজ করে দিলে হবে। কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে নিজেকে এই কাজের জন্য তৈরি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ভালো।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

কেরিয়ার টিপস

কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন

নিজেকে সফলভাবে দেখতে সকলেই ভালোবাসে। কিন্তু তার জন্য দরকার নিজের সম্পর্কে জানা এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করা। সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা খুবই জরুরি। অনেক সময়ে কাজ করতে করতে আপনার মনে হতে পারে কাজটি ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু তখন আপনার মধ্যে হতাশা আসতেই পারে। কিন্তু না, সেই সময়ে কোনও কিছু নতুনভাবে শুরু করার জন্য যে মনের জোর দরকার হয়, তার নাম আত্মবিশ্বাস। যে কাজে যত বেশি ভয় পাবে, সেই কাজ তত বেশি করে করা উচিত, তাহলে সেই কাজের প্রতি ভীতি কেটে যাবে। আর 'আমি পারি না', এই মনোভাব থেকেও নিজেকে বের করে আনতে পারা সম্ভব হবে।

তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আত্মবিশ্বাসের কোনও ট্যাবলেট নেই। মন্ত্র নেই। কোনও ভিডিও বা মোটিভেশনাল লেখাতে যতটুকু আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, সেটা লেখা শেষ হওয়ার আগেই হারিয়ে যায়।

একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে কোনও দিন গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেনি, খোলা মাঠেও গাড়ি চালানো অভ্যাস করেনি, সে বড় রাস্তায় গাড়ি চালানোর আত্মবিশ্বাস পাবে না। যে খেলোয়াড় ঘরোয়া লিগ খেলেনি, ট্রেনিং ক্যাম্পে যায়নি, সে বিশ্বসেরাদের মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাস পাবে না। আত্মবিশ্বাস ম্যাজিক পিল না, ডেভেলপ করা স্কিল। তাই আত্মবিশ্বাস না খুঁজে, এটাকে ডেভেলপ করার অভ্যাস করা প্রয়োজন। লাভ-লোকসানের হিসাব না করে, যত বেশি লেগে থাকবে, যত বেশি ঘাম ঝরাবে, তত বেশি কনফিডেন্ট হবে। তত দ্রুতগতিতে বাধার দেওয়াল টপকাতে সক্ষম হবে।

নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতিতে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যেতে পারে—

প্রথমে নিজেকে দুই থেকে তিন দিনের ডেডলাইন দিন। এর মধ্যে গুগলে সার্চ করে, অথবা আশেপাশের কাউকে জিজ্ঞেস করে-ড্রিম রিলেটেড ফিল্ডের ইনফরমেশন কালেক্ট করুন। শূন্য থেকে শুরু করার থেকে, কোনও রকম একটা টার্গেট সেট করে এগোনো ভালো।

পরের সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা সময় দিন। দরকার হলে, কাউকে অনুকরণ করতে পারেন। টার্গেট ফিনিশ করতে না পারলেও কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা সময় দিন।

তারপরের সপ্তাহে আরও ১০ ঘণ্টার টার্গেট নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারেন।

এইভাবে দুই-তিন মাস সময় দিলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যাবে।

কোনও কারণে ব্যর্থ হলে, অজুহাত না দিয়ে, দোষী ব্যক্তি না খুঁজে, অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজুন। আবারও চেষ্টা করুন। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, দুনিয়াতে সফল হওয়ার একটাই শর্টকাট রাস্তা রয়েছে— সেটা হল কঠোর পরিশ্রম।

কাজের দুনিয়ায় নিজের জায়গা তৈরি করতে হলে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

কাজ করতে করতেই আপনি বুঝবেন কোনটা সহজ পথ আর কোনটা জটিল পথ। একটা সময় পরে কিন্তু উপদেশ দেওয়ারও কেউ থাকবে না। তখন নিজেকেই নিজের রাস্তা বের করতে হবে।

অনেক সময়ে অনেকের মুখে শোনা যায়, স্মার্টলি ওয়ার্ক বা আনস্মার্টলি ওয়ার্ক। কিন্তু ওই ধরনের কোনও কথা হয় না। পরিশ্রমই হচ্ছে প্রথম ও শেষ কথা। এই কঠোর পরিশ্রমই আপনাকে সফলতা এনে দেবে। সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই হল আত্মবিশ্বাস। অনেকে আছেন যাঁরা আত্মবিশ্বাসের অভাবেই নিজেকে তুলে ধরতে পারেন না। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আত্মবিশ্বাসের কোনও বিকল্প নেই। কাজের মধ্যে দিয়েই আপনি আপনার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবেন। কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। কাজে সফলতা আর ব্যর্থতা দুই আছে— সেই ভেবে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। আর কোনও কাজে একাগ্রতার সঙ্গে লেগে থাকলে সেই কাজ যখন আপনাকে প্রশংসা এনে দেবে, তখন সেই কাজের প্রতি আপনার একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস দুই বাড়বে।

আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখুন:

১) নিজেকে বিশ্বাস করুতে শিখুন।

২) কোনও কিছু কাজ শুরু করার আগে ভালো করে প্রস্তুতি নিন।

৩) চোখে চোখ রেখে কথা বলুন।

৪) কোনও কাজে বিরক্তি এলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা রাখতে হবে।

৫) নিজেকে ভালো রাখুন।

৬) ইতিবাচক চিন্তা করুন।

৭) বিষণ্ণতাকে কখনওই প্রশ্রয় দেবেন না।

৮) পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন ও অনুশীলন করুন।

৯) কেউ কিছু বললে আগে মনোযোগ দিয়ে শুনুন, তারপর কথা বলুন।

১০) কোনও বিষয়ে আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা বাড়ান।

১১) এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সব সময় নেতিবাচক চিন্তাভাবনা করেন এবং নেতিবাচক কথা বলেন, এইরকম মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভালো।

১২) সব সময় মেরুদণ্ড সোজা রেখে এবং মাথা উঁচু করে হাঁটুন।

১৩) নিজের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিগুলো একটা ডায়েরিতে নোট করুন।

১৪) নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী ভাব ফুটিয়ে তুলুন।

১৫) মানুষজনের সঙ্গে মিশুন এবং যতটা সম্ভব নেটওয়ার্ক বাড়ান।

কেরিয়ার ইনফো

কী, কবে, কোথায়

● পিএসসি: ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি-র মাধ্যমে রাজ্য সরকারের শ্রম দফতরের ইএসআইয়ের নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে টিউটর পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা বিএসসি নার্সিং (পোস্ট বেসিক/বেসিক) বা নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিপ্লোমা বা পাবলিক হেলথ নার্সিং বা সমতুল বিষয়ে পোস্ট বেসিক কোর্স পাস। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট বেসিক কোর্স পাস। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় বলতে ও লিখতে জানা বাধ্যতামূলক। ওয়েবসাইট: www.pscwb.gov.in

● রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্পেশ্যাল এডুকেশন বিএড কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বরসহ বিজ্ঞান বা কলা বা সোশ্যাল সায়েন্স শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ এবং সায়েন্স এবং ম্যাথমেটিক্সে স্পেশালাইজেশনসহ বিই বা বি টেক সমতুল ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে। সব ক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা মোট নম্বরে ৫ শতাংশ নম্বরের ছাড় পাবেন। মনে রাখবেন, ২০১৫ সালের আগে পাস করে থাকলে আবেদন করবেন না। কোর্স ফি: প্রথম সেমেস্টারের ক্ষেত্রে ১১,৫১৫ টাকা (ব্যাংক চার্জ অতিরিক্ত), দ্বিতীয় সেমেস্টারের জন্য ১০, ২০০ টাকা, তৃতীয় সেমেস্টারের জন্য ১১, ৪১৫ টাকা এবং চতুর্থ সেমেস্টারের জন্য ১০, ২০০ টাকা। দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.rbu.ac.in

● ইনস্টিটিউট অব আর্কিওলজি থেকে আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ আর্কিওলজি, অ্যানথ্রোপলজি, প্রাচীন বা মধ্য ভারতীয় ইতিহাস বা জিওলজি (বিশেষত প্লেস্টোসিন যুগ)-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। প্রার্থীদের এরপর লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। পত্রগুলি হল যথাক্রমে— প্রিন্সিপলস অ্যান্ড মেথড অব সায়েন্স ইন আর্কিওলজি, প্রিহিস্ট্রি, প্রোটোহিস্ট্রি, হিস্টোরিক্যাল আর্কিওলজি, আর্ট অ্যান্ড ইকোনোগ্রাফি, আর্কিটেকচার, এপিগ্রাফি অ্যান্ড নিউমিসম্যাটিক্স, মিউজিওলজি, স্ট্রাকচারাল কনজারভেশন অব মনুমেন্টস, কেমিক্যালস প্রিজারভেশন অব মনুমেন্টস অ্যান্ড অ্যান্টিক্যুইটিস, অ্যান্টিক্যুয়েরিয়ান লজ। ইন্টারভিউসহ প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট হবে ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.asi.nic.in

● বায়োটেক কনসর্টিয়াম ইন্ডিয়ায় ৬ মাসের 'ডিপার্টমেন্ট অব বায়ো টেকনোলজি-বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম'-এর ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড সহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে বিই বা বি টেক বা এম টেক অথবা এমএসসি বা এমভিএসসি অথবা এমবিএ। বিষয়গুলি হল— বায়োটেকনোলজি, মসিকিউলান অ্যান্ড হিউম্যান জেনেটিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি, বায়ো প্রোসেস টেকনোলজি, মেরিন, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল, প্ল্যান্ট, ফুড অ্যানিম্যাল বায়োটেকনোলজি। শুধুমাত্র ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই আবেদন করবেন। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাই শর্তসাপেক্ষ আবেদনের যোগ্য। ট্রেনিং চলাকালীন প্রার্থীদের প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। ওয়েবসাইট: www.bcil.nic.in

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

জানতে চাই

● আমি মাছের ব্যবসা করতে আগ্রহী। জৈব খাদ্য ও ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করে মাছের চাষ করতে চাই। এই বিষয়ে বিশদ তথ্য কোথা থেকে পাব? *(কার্তিক পাল, ডায়মন্ড হারবার)*

উত্তর: মেরিন প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই সংস্থার 'ইন্ডিয়া অর্গানিক অ্যাকোয়া কালচার' নামের প্রকল্পও আছে। জৈব পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রকল্প এটি। যোগাযোগের ঠিকানা: জিন্দাল টাওয়ার, ব্লক-বি, চতুর্থ তল, ২১/১এ/৩, দরগা রোড, কলকাতা-১৭। ফোন: ২২৮৭-৫৯০৮। ওয়েবসাইট: www.mpeda.gov.in

এছাড়া পৈলানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য গবেষণাকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা: পৈলান, ডায়মন্ড হারবার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ফোন: ২৪৭৯-৮২০৯

● আড়াইশো গ্রাম খাদ্যপণ্য প্যাকেজিংয়ের স্বয়ংক্রিয় মেশিন কিনতে চাই। কোথায় পাব? এই মেশিন কিনতে কত টাকা লাগবে জানতে চাই। *(সুকুমার জানা, বজবজ)*

উত্তর: শুকনো খাদ্যপণ্য প্যাকেজিং মেশিনের দাম কম করে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তরল পদার্থের প্যাকেজিং মেশিনের দাম পড়বে মোটামুটি ২ লক্ষ টাকা। ক্যানিং স্ট্রিট (কলকাতা-১) ও গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউয়ের (কলকাতা-১৩) মেশিনপত্র বিক্রির দোকানগুলিতে দু-ধরনের মেশিনই কিনতে পারেন।

● আমি দেশি চালের ব্যবসা করতে চাই। দেশীয় ধানের চাষ কোথায় হয় জানালে উপকৃত হব। *(শ্যাম দাঁ, কাকদ্বীপ)*

উত্তর: বর্ধমানে গুসকরার কাছে বিসনগর গ্রামে কালাভাত, লালসরু, কালোনুনিয়া, মহুয়াশাল, কবিরাজশালের মতো বেশ কয়েকটি জায়গায় দেশীয় ধানের চাষ হয়।

এছাড়া এই বিষয় আরও তথ্য জানতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন ফুলিয়ার এগ্রিকালচার ট্রেনিং সেন্টারে। ঠিকানা: বাদকুল্লা রোড, ফুলিয়া, নদিয়া-৭৪১৪০২।

● বাসমতী চাল উৎপাদন করতে চাই। কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে? *(নরেন পাল, ব্যারাকপুর)*

উত্তর: আপনি এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রোসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (অ্যাপেডা)-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো মানের বাসমতী চালের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যাপেডা 'বাসমতী এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন' তৈরি করেছে। এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন অ্যাপেডা-র নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে: www.apeda.gov.in অ্যাপেডা-র কলকাতা কেন্দ্রের ঠিকানা: ময়ূখ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১। ফোন: (০৩৩) ২৩৩৭-৮৩৬৩।

বিনোদন

পালটাচ্ছে খুব শীঘ্রই...